৫৭।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... DEC. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মৌলবাদের প্রথম শিকার জ্ঞানবিজ্ঞান

শহিদুল ইসলাম

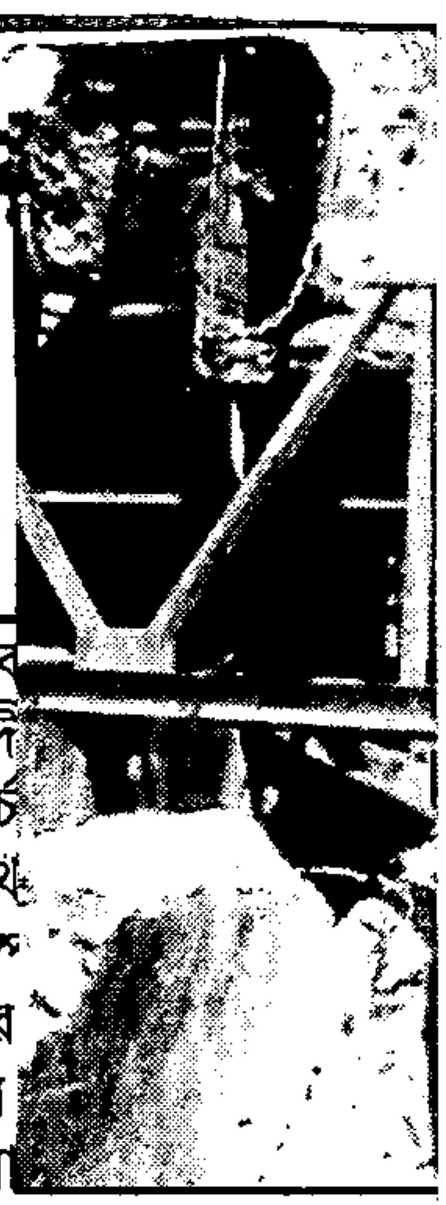

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বিভিন্ন ভবন ও হলের নামকরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মৌলবাদী গোষ্ঠী তার বিরোধিতার নামে প্রকৃতপক্ষে সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই কম্পিউটার ও তথ্য-বিজ্ঞান সম্মেলনটি সিলেটে করা গেল না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্পিউটার বিজ্ঞানী, যিনি ঐ সম্মেলনের মূল আয়োজক জাফর ইকবালকে মৌলবাদীরা 'মুরতাদ' ঘোষণা করেছে। ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সব সময়ই পণ্ডিত জ্ঞানীগুণী মুসলমা মৌলবাদীদের চোখে মুরতাদ।

সড়কের 'দরজারপাড়' বেলি ব্রিজী
গাও ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। স

গত ৩রা ডিসেম্বর, '৯৯ যখন ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী কম্পিউটার ও তথ্য-বিজ্ঞানের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়, ঠিক ঐদিন ঐ সময় সিলেটের ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বন্ধ করে দেয়। ঐদিন ঢাকার সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ঘানা, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ভারত প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শতাধিক কম্পিউটার বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ যখন কম্পিউটার ও তথ্য-বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করছেন, মতামত ব্যক্ত করছেন; ঐদিন ঠিক ঐ সময় সিলেটের মৌলবাদী অশুভ শক্তি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে একটি সমাবেশ থেকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও প্রাণের হুমকি দিয়েছে। কি অদ্ভুত বিপরীত দৃশ্য! অথচ আমরা জানি যে, কম্পিউটার ও তথ্য-বিজ্ঞানের উপর ঐ আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। মৌলবাদী হুংকারে তা ঢাকায় সরিয়ে আনা হয়। এতে কারা লাভবান আর কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, সিলেটবাসীসহ সারা দেশবাসীকে ভেবে দেখতে বলবো। নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন এতে লাভবান হন ঢাকার, বিশেষ করে বুয়েটের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আর ক্ষতিগ্রস্ত হলেন সিলেটবাসী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার এক বিরল সুযোগ সিলেটবাসী পেয়েও হারালেন। এভাবেই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মৌলবাদের শিকার হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা। ধ্বংস হয়েছে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা। পৃথিবীর অনেক বড় বড় মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সর্বশেষ শিকার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সভ্যতা। প্রফেসর আবদুস সালাম একমাত্র মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী যিনি ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার এক বিরল সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছিলেন, তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় এই সত্যটির প্রতি নানাভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। পাঠক জানেন, তিনি একজন পাকিস্তানি। কাদিয়ানি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তিনি নিজেকে সব সময় একজন খাঁটি মুসলমান বলে দাবি করে এসেছেন। বলেছেন, 'I am a Muslim because I believe in the spiritual message of the Holy Quran`. কিন্তু মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান তাকেও ছাড়েনি। আইন করে তাঁদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারও আগে ১৯৫৩ সালে মওদুদীর জামাতে ইসলামীর গুন্ডারা পাকিস্তানের হাজার হাজার কাদিয়ানিকে হত্যা করলে পাকিস্তান সরকার লোক-দেখানোর জন্য মওদুদীকে গ্রেফতার করে এবং বিচার করে তাঁর ফাঁসির হুকুম দেয়। কিন্তু পরে সেই মৃত্যুদন্ড মওকুফ করা হয়। এরপর প্রফেসর সালামের পক্ষে পাকিস্তানে থাকা ও জ্ঞানচর্চা করা সম্ভব হয় না। তিনি পাকিস্তান নামক 'ইসলামি হুকুমত' ত্যাগ করে 'খ্রিষ্টীয় ও ইহুদী হুকুমতে' গিয়ে তার লেখাপড়া ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন এবং এক পর্যায়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়ায় প্রফেসর সালামের ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয়নি। বরং বলবো লাভই হয়েছে- উন্নত বিশ্বের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পেরেছেন। ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের পাকিস্তানিদের। তাঁর মতো একজন বড় পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ সাহচার্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে উন্নতমানের যে লেখাপড়া ও গবেষণা হতে পারতো, সেটা হতে পারেনি। প্রফেসর সালামের উন্নত মস্তিষ্কের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন পশ্চিমের খ্রিস্টান ও ইহুদিরা এবং সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন– গবেষণার জন্য বিশাল এক অবকাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁরা প্রফেসর সালামের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসার সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে এবং প্রফেসর সালামের মেধা ও মননের শক্তিতে বলীয়ান হয়েছেন। মওদুদী গোলাম আযমের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরও ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে তাঁকে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছিল– এ ক্ষোভ-দুঃখ ও অপমান তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেননি। তাই তিনি সুযোগ পেলেই তার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার কলম চালিয়েছেন। তাই তিনি বার বার বিভিন্ন লেখায় ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় হানাহানি, অন্তর্মুখিনতা, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সর্বোপরি সৃজনশীলতার বিরোধিতাকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। সিলেটের মৌলবাদী গোষ্ঠী আজ তার সে সিদ্ধান্তগুলোকে প্রমাণ করল যে সে সিদ্ধান্তগুলো কত বড় সত্যি উচ্চারণ। সিলেটের মৌলবাদীদের ঐ তাণ্ডবলীলাকে সামনে রেখে আজ প্রফেসর আবদুস সালামের 'Islam and science` এবং 'The Future of Science in Islamic Countries` নামক দু'টি প্রবন্ধ নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে ওঠা ইসলামি সভ্যতার জয়যাত্রার গতি একাদশ শতাব্দীর পর কমতে কমতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পর তা ধ্বংস হয়ে গেল কেন? কেন ইসলামি বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জগৎ থেকে ছিটকে পড়ল, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চেয়েছেন প্রফেসর সালাম উক্ত দুটি প্রবন্ধে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন তোলেন। Why did creative science die out in Islamic civilisation?` কেন ইসলামি বিশ্বে সৃজনশীল বিজ্ঞানচর্চা মরে গেল? তার মতে, 'this decline, which began around 1100 CE, was nearly complete two hundred and fifty years later' ১১ শতক থেকে পতনের শুরু এবং পরবর্তী ২৫০ বছরে তা সমাপ্ত হয়। মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ধারার পতনে তিনি বাহ্যিক কোন কারণের উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে 'It was due much to internal cause'. অভ্যন্তরীণ কারণেই ইসলামি
বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে
সেগুলো কি? তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'Fi
the inward-turning and isolation c
scientific enterprise and second
in the main,- of active discourage
to innovation (laqlid)' ইসলামি
জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মৃত্যুর পেছনে প্রথমত মুসল
অন্তর্মুখিনতা ও তাদের বিজ্ঞান-গবেষণার সঙ্গে
জ্ঞানভাণ্ডারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা- একটা
বলে তিনি মনে করেন। তবে দ্বিতীয় যে কা
তিনি দায়ী করেন, সেটাই তার মতে প্রধান
তাহলো মানুষের অসীম সৃজনশীলতাকে অস্বীক
এবং তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান করা। এগার
শতকে ইসলামি বিশ্বে যখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা
শুরু হয়, তখনকার ইসলামি বিশ্বের অ
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা কেম
সেটাও তিনি আমাদের জানাতে ভোলেননি
বলেন, 'The latter parts of the ele
and early tweluth centuries in
(when this decline began) were p
of intense politically moti
sectarian and religious strife`.
মুসলিম বিশ্বের পতন শুরু হয়, সেই এগার
শেষ এবং বার শতকের শুরুতে রাষ্
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় হান
বিচ্ছেদ-বিবাদ-বিসম্বাদে ইসলামি বিশ্ব
ক্ষতবিক্ষত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। সালামের মে
পরিবেশ ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সম্পূর্ণ বিরো
কারণে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও সভ্যতা নির্মাণের
সেদিনের মুসলমানরা সামান্য মতভেদের
পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ফ
লাখ মুসলমান পরস্পরের হাতে নিহত হ
আজকের আফগানিস্তানের দিকে তাকালে
অবস্থা বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে। এ
তৃতীয় দশকে মোস্তফা কামাল পাশা এবং
আমানুল্লাহ প্রায় একই সাথে তুরস্কে ও আফগ
আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেন। কিন্তু সাম্র
বৃটিশ সরকারের কূট-রাজনৈতিক চালে
আফগানিস্তানের অশিক্ষিত মৌলানা- মৌলই
এক হয়ে বাদশা আমানুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যু

সাইটির নির্বা
র্ষ ॥ এএসপি
৩০ জন

কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যাপক ভাঙচু
অগ্নিসংযোগের আশ্রয় নেয়। এ
সদস্যরা নির্বাচন বর্জন ক
সহকারে জেলা প্রশাসকের
অভিযোগ পেশ করে। এ নিয়ে
দুটি গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক
সহিংসতায় রূপ নেয়। সংঘ
পুলিশ তলব করা হলে শাসকদ
গ্রুপ পুলিশের উপর চড়াও
সহকারী পুলিশ সুপার খন্দক
ইসলাম গুরুতর আহত হন। প
হামলায় বিভিন্ন জায়গায় আর
আহত হন। এ ব্যাপারে থানায়
মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অপরদিকে এ অবৈধ নির্বা
শহরে পরস্পরবিরোধী ২টি
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি
সম্মেলন করেন বিজয়ী গ্রুপের
চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল হা
তিনি সমস্ত ঘটনার জন্য যুবলীগ
মাসুদ জাহাঙ্গীর মিলন ও ও
রুবেলকে দায়ী করেন।

অন্যদিকে পুনর্নির্বাচনের দা
মাসুদ জাহাঙ্গীর ও ওমর ফা
অপর একটি সাংবাদিক সম্মে
চনের প্রক্রিয়াকে প্রহসনমূলক
করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তা
উপর হামলারও তীব্র নিন্দা জান
প্রকাশ করেন।